দৈনিক বাংলা

৪৭

তারিখ ... 29 DEC 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন

শিক্ষা ছাড়া মানব প্রগতি সম্ভব নয়ঃ এরশাদ

সাভার, ২৮শে ডিসেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজ এখানে দারুল ইহসানে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইন্সটিটিউট উদ্বোধন করেন। এ ইন্সটিটিউট নৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসাবে ইসলামের শিক্ষা এবং ব্যাপকতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসলাম শাশ্বত জীবনের যে মর্মবাণী প্রচার করেছে এ ইন্সটিটিউট তা তুলে ধরুক। ইসলাম শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দিয়েছে তার উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন আধুনিক বিশ্ব শিক্ষাকে এখন মানুষের অগ্রগতির মৌলিক প্রয়োজন বলে মনে করে।

এ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, মক্কাভিত্তিক মুসলিম বিশ্ব লীগের মহাসচিব ডঃ আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ,

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

কেম্ব্রিজস্থ ইসলামী একাডেমীর সভাপতি শেখ আহমদ জামজুন, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইন্সটিটিউটের ডীন শেখ মুহম্মদ আবদুর রহিম জাদ বদরুদ্দিন দারুল ইহসান ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী আশরাফ ও এই ইন্সটিটিউটের এ্যাসিস্ট্যান্ট রেক্টর সৈয়দ আলী নকী বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক আনোয়ার দিল প্রেসিডেন্ট এরশাদকে একটি ইসলামী হস্তলিপি এবং অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনকে আরো কয়েকটি হস্তলিপি উপহার দেন। শেখ মুহম্মদ আবদুর রহিম জাদ বদরুদ্দিন মুনাজাত কালে এ ইন্সটিটিউটের সাফল্যের জন্য আল্লার রহমত কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রীবর্গ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কূটনীতিক ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ নিরক্ষর এবং এদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের। এমন কি এ শতাব্দীতেও শিল্পোন্নত দেশগুলোর ১ কোটি ৭০ লাখ লোক পড়তে বা লিখতে জানে না। গণসাক্ষরতা ও সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা হবে আগামী দশকের জরুরী চাহিদা।

তিনি বলেন সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশ্বে আবার নতুন করে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ জাতিসংঘ ব্যবস্থা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এক সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আল কুরআনের প্রথম আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে—'পড়'। এখন সারা বিশ্বে শিক্ষা নিশ্চিত করার যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে তা মূলত এ ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন ইসলামে উল্লেখ্য পূর্ণ শিক্ষাদানে সহায়তা ও সারাবিশ্বে এটা ছড়িয়ে দিতে পারলেই এ ইন্সটিটিউট এর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে। একে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির একটা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করে বাংলাদেশ এই বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

তিনি বলেন, ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ সৌদী আরব শুধু ইসলামের অধিকাংশ পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষকই নয়, সৌদী আরব মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার করার ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সরকারের পাশাপাশি সৌদী আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রেসিডেন্ট এটা জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে এই বেসরকারী উদ্যোগকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বন্ধুরা সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের উলেমার উপদেশ, উদার সমর্থন, সহযোগিতা ও পরিচালনায় এই ইন্সটিটিউট জ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হবে।

এরশাদ

ডঃ নাসীফ

ডঃ নাসীফ তার ভাষণে বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করছেন। তিনি নিশ্চিত যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার দারুল ইহসান প্রকল্পকে প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক সাহায্য দেবেন।

তিনি আশ্বাস দেন যে তার সরকার এই উদ্যোগের অগ্রগতি গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখবেন এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে ইন্সটিটিউটকে সাহায্য করবেন।

তিনি বাংলাদেশকে দারুল ইহসান ট্রাস্টের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ডঃ নাসীফকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ছাত্রদের জন্য এই ইনস্টিটিউটের সুযোগদানের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকায়নের ফলে পরিবেশের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিলতার উল্লেখ করে বলেন, এই ধারাটি পাল্টাতে হবে।

তিনি বলেন, নিরক্ষরতা ও কুশিক্ষা থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে সকল মানুষকে, সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন করেন যে ইসলামের কালোত্তীর্ণ শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণের জন্য বর্তমানের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত সময় আর কি হতে পারে?

প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসলাম মানুষকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়গুলো সুষম করার শিক্ষা দেয়।

তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আদেশ দিয়েছেন যে এই বিশ্ব নিরাপদ ও বাসযোগ্য করতে মানুষকে চেষ্টা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, গোলযোগপূর্ণ এই সময়ে, আধুনিক মানুষ যখন নিজ সত্তা ও দিক নির্দেশনা হারিয়ে ফেলেছে, তখন

(৫এর পৃঃ দ্রঃ)

১২ এর পৃঃ পর

ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি বলেন, শাশ্বত-সার্বজনীন জীবন ধারার শিক্ষাগুলো সমগ্র মানবতাকে জানানো প্রয়োজন।

শেখ শহীদুল ইসলাম

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম তার ভাষণে আশা প্রকাশ করেন যে এই ইনস্টিটিউট বিশ্বের এই অঞ্চলে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

সৈয়দ আলী আহসান

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ঈমানভিত্তিক হওয়া উচিত।

বর্তমানে রাজধানীতে ধানমন্ডী আবাসিক এলাকায় সাময়িকভাবে অবস্থিত এই ইনস্টিটিউট সাভারে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তর করা হবে।

প্রায় ৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। এখানে একটি তিনতলা মসজিদ, একাডেমিক কমপ্লেক্স, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,ছাত্র হোস্টেল ও শিক্ষকদের বাসস্থান থাকবে।

প্রেসিডেন্ট ফলক উন্মোচন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন। তিনি ১৩ একর জমির ওপর নির্মিতব্য এই ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্সের মডেলও দেখেন।